দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 APR 2003
পৃষ্ঠা

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ক্ষমতার অপব্যবহার

নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করায় স্কুল শিক্ষককে শোকজ

লক্ষ্মীপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ গত কয়েকদিন আগে সম্পন্ন হওয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে শোকজ করায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করেছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার। উক্ত বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন সমন্বয়কারী ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোমিনুর রশিদ আমিন টেলিফোনে জানান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকে শোকজ করা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার উচিত হয়নি।

জানা গেছে, সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ, হাজিরপাড়া ও চরশাহী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা একেএম আতাউর রহমান দক্ষিণ মজুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মাজেদকে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে প্যানেল ভুক্ত করেন। তার কার্যালয়ের ২০০৩/১৭ (৩৪২) নং স্মারক অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারী লক্ষ্মীপুর ঝুমুর সিনেমা হলে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ সভার নির্দেশ মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারী হাজিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হাজিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ৫ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ৯টায় সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারসহ ব্যালট পেপার ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গ্রহণ এবং ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার অঙ্গীকারনামা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেন। নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১-এর ৪ (৩) ধারা মোতাবেক ঐ সময়ের চাকুরী নির্বাচন কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত থাকায় উক্ত প্রধান শিক্ষক ৪ ফেব্রুয়ারী বিকালে সহকারী শিক্ষিকা হোসনে আরা বেগমকে উক্ত সময়ের জন্য স্কুলের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। দক্ষিণ মজুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মাজেদ সাংবাদিকদের জানান, ৫ ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) এম আবদুল হক ও সহকারী মনিটরিং অফিসার গোলাম ফারুক উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করে উক্ত শিক্ষককে অনুপস্থিত করেন এবং অনুপস্থিতির কৈফিয়ত তলব করেন। কৈফিয়তের জবাবসহ দেখা করতে গেলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উক্ত শিক্ষকের কাছে ৩ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করেন। ঘুষ না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তার সাথে অশোভন আচরণ শেষে তার দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয় জানিয়ে দেন। একই সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা ও লক্ষ্মীপুরের ডিসি আবদুল মান্নান হাওলাদারের নাম ভাঙ্গিয়ে উক্ত প্রাথমিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকিসহ ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন।

উক্ত কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহারে লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কমিটি সভায় বিভিন্ন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে উক্ত দুর্নীতিবাজ, অসৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ঘুষখোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ বিষয়ে টেলিফোনে আলাপকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, নির্বাচনী কাজে জড়িত সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে কৈফিয়ত তলব করলেও সরকারী কাজের কথা বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে ক্ষমা করা হয়েছে।

এদিকে শোকজপ্রাপ্ত নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের উদ্দেশ্যমূলক বিদ্যালয় পরিদর্শন, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে অন্য শিক্ষককে বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার হস্তান্তর করেছেন জেনে ও অসৎ উদ্দেশ্যে কৈফিয়ত তলব অশোভন আচরণ শেষে সতর্ক আদেশ প্রদান করে ক্ষমা করাকে চ্যালেঞ্জ করে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।